R N No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মূল্যে
সিমেন্টের জন্য
যোগাযোগ করুন
পঃ বঃ সরকার অনুমোদিত ডিলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৬শ বর্ষ
১২শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৫ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৮৬ সাল।
১লা আগষ্ট, ১৯৭৯ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

গরীব মানুষের মধ্যে একতা ও সংগ্রামের জোয়ার এসেছে

বিশেষ প্রতিনিধি : গরীব মানুষের মধ্যে একতা ও সংগ্রামের জোয়ার এসেছে। মানুষকে একতাবদ্ধ করতে পারলে সমগ্র ভারতবর্ষে আমরা বিরাট পরিবর্তন আনতে পারবো। ২৯ জুলাই রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে অনুষ্ঠিত সি পি এম-এর জনসভায় কথাগুলি বলেন রাজ্য শ্রমমন্ত্রী কৃষ্ণপদ ঘোষ। তিনি বলেন, জনতা পারটির জনহিতকর কাজকে আমরা সমর্থন করেছিলাম। কিন্তু জনবিরোধী কাজের সমর্থন করতে পারিনি। জনতা ও ইন্দিরা কংগ্রেস—উভয়েই ধনিক শ্রেণীর পারটি। সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি পশ্চিমবঙ্গে টাকা ছড়াচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের ঐক্যে ফাটল ধরাবার জন্য। তাঁদের জেনে রাখা উচিত, জ্যোতিবাবুর আসন দখল করতে গেলে পিঠে সইতে হবে। আমরা জনগণতন্ত্রের দিনের জন্য অপেক্ষা করছি, যেদিন সারা ভারত জয় করবে গরীব মানুষ। শোষণহীন সমাজ গড়ে উঠবে, আমরা মুক্ত মানুষ হিসেবে বিশ্বের সামনে নিজেদের হাজির করতে পারবো। সভায় বক্তব্য রাখেন ফরাক্কার এম এল এ আবুল হাসনাৎ খান, সি পি এম-এর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদক সত্যনারায়ণ চন্দ্র ও জঙ্গিপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। এক সাক্ষাৎকারে ফরাক্কার এম এল এ জানান, ২৮ জুলাই ফরাক্কায় অনুষ্ঠিত জনসভায় মাষ্টার রোল এ্যাসোসিয়েশন, স্থানীয় জনস্বার্থ রক্ষা কমিটি এবং সি আই এস এফ-এর পক্ষ হ'তে শ্রমমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। সি আই এস এফ-এর আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে শ্রমমন্ত্রী তাঁদের শান্তিপূর্ণ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মাদ্রাসার অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ

ফরাক্কা ব্যারেজ, ১ আগষ্ট—সম্প্রতি ফরাক্কা থানার মহেশপুর গ্রামে 'মডেল জুনিয়র হাই মাদ্রাসা' নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য মোঃ মহিউদ্দিন নামে একজন গ্রামবাসীকে সম্পাদক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি নাকি কয়েক হাজার টাকা চাঁদা তোলেন এবং সদস্যদের মতামত উপেক্ষা করে মহেশপুর উইভারস্ কো-অপারেটিভ সোসাইটির জায়গায় মাদ্রাসা গৃহ নির্মাণের কাজ শুরু করেন। মোঃ মহিউদ্দিন সেই সময় সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির সভাপতি ছিলেন। সমবায় সমিতির সদস্যরা এ ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে এইচ ডি ও-র দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সমবায় সমিতির জায়গায় মাদ্রাসা তৈরী করতে নিষেধ করা হয়। তারপর মাদ্রাসার কাজ আর এগোয়নি। গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে এ অভিযোগ করে জানানো হয়েছে, মাদ্রাসার জন্য তোলা চাঁদা ফেরত দেওয়া হয়নি। গ্রামবাসীদের সন্দেহ, ওই টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। জনসাধারণ এ সম্পর্কে তদন্তের দাবি জানাচ্ছেন।

রেলে রিজারভেশন নিয়ে অনিশ্চয়তা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রেলের কামরায় রিজারভেশন নিয়ে জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। ৩৪৮ ডাউন নিউজলপাইগুড়ি—হাওড়া প্যাসেনজার ও ১৬৬ ডাউন বঙ্গাইগাঁও—হাওড়া (জনতা) এক্সপ্রেসে ফরাক্কা, ধুলিয়ান গঙ্গা, নিমতিতা, জঙ্গিপুর রোড প্রভৃতি ষ্টেশনে যাত্রীদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও মাস তিনেক থেকে উল্লিখিত ট্রেন দুটিতে থ্রি টায়ার কোচ নিয়মিত না থাকায় এই অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। মাঝে মধ্যে ৩৪৭ আপ হাওড়া—নিউজলপাইগুড়ি প্যাসেনজারেও থ্রি টায়ার কোচ থাকে না। আবার জনতা এক্সপ্রেসে কোচ থাকলেও চেকার না থাকায় রিজারভেশন টিকিট কেটেও নির্দিষ্ট কোচে উঠতে পারা যায় না। সম্প্রতি কয়েকজন যাত্রীর এ রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে রিজারভেশন

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বন্যাত্রাণে দলবাজি

ফরাক্কা ব্যারেজ, ১ আগষ্ট—ফরাক্কা পঞ্চায়েত সমিতিতে বন্যাত্রাণের নামে দলবাজি চলছে বলে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মাফিজুদ্দিন আহমেদ অভিযোগ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, ব্লকের ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৮টিতে বন্যাত্রাণের গৃহনির্মাণ অনুদান বণ্টন করা হয়। অথচ পঞ্চায়েত সমিতির সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে, ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে গৃহনির্মাণের অনুদান বণ্টন করা হবে। কিন্তু ওই

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অধ্যক্ষ ঘেরাও

জঙ্গিপুর, ২৬ জুলাই—জিওলজি এবং বাণিজ্য বিভাগে অধ্যাপক নিয়োগের দাবিতে জঙ্গিপুর কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্ররা গতকাল অধ্যক্ষকে ঘেরাও করেন। অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ, এক বছর থেকে পদ দুটি শূন্য পড়ে রয়েছে; বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়েও অধ্যক্ষ অধ্যাপক নিয়োগ করেননি। এক বছরের মধ্যে একদিনও জিওলজি বিভাগের ক্লাস হয়নি। ছাত্ররা এখন কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

কেন্দ্রীয় হারে বেতন

ফরাক্কা ব্যারেজ, ১ আগষ্ট - ফরাক্কা ব্যারেজ স্কুল ও হাসপাতাল কর্মীদের কেন্দ্রীয় হারে বেতন ও ভাতা প্রদানের দাবি কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নিয়েছেন বলে জানা গেছে। ১৬ জুলাই থেকে এই নীতি কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে। ১৯৬২ সালে বাঁধ প্রকল্প

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আরো বাস প্রয়োজন

সাগরদীঘি, ৩১ জুলাই—বহরমপুর রঘুনাথগঞ্জ ভায়া সাগরদীঘি রুটে আরো বাস চাই। এখন যে সমস্ত বাস চলছে তার মধ্যে 'জয়তারা' ও 'টাইগার' এত বেশী অনিয়মিত যে যাত্রীদের হয়রানির শেষ নাই। তাছাড়া বিকেল তিনটের পর সন্ধ্যা সাড়ে ছটার আগে বহরমপুর থেকে সাগরদীঘি হয়ে রঘুনাথগঞ্জ আসার কোন বাস নাই। তাই অনিয়মিত বাস দুটিকে নিয়মিত করার ও আরো বাস চালাবার ব্যবস্থা করার দাবি সোচ্চার হচ্ছে।

নর্দমার বুকে জঞ্জাল

জঙ্গিপুর, ১ আগষ্ট—শহরের অসংখ্য নর্দমার জল নিষ্কাশনের বড় নর্দমাটি ৭নং ওয়ারডের একটি ভদ্রপল্লীর পাশ দিয়ে গিয়ে ভাগীরথীতে পড়েছে। দশ বছর হল নর্দমাটি ভেঙেছে এবং সেই থেকে আবর্জনা জমে জঞ্জালের পাহাড় হয়েছে। সংস্কার দূরের কথা, নর্দমার দূষিত জল নিয়মিত পরিষ্কার না হওয়ায় অঞ্চলের আবহাওয়া দূষিত হয়ে পড়েছে। পল্লীতে এখন টেকা দায়। এই অবস্থা চলতে থাকলে মশার কামড়ে ও দুর্গন্ধে রোগ বিস্তারের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে—এই আশঙ্কায় নাগরিকরা অবিলম্বে নর্দমাটি সংস্কার ও জঞ্জালমুক্ত করার দাবি জানাচ্ছেন পুরসভার কাছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৮৬।

॥ উত্তরমেঘ ॥

স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়িল। নয়া জমানার যে মন্ত্রিসভা, তাহার শপথ-গ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রথম দিনটিতেই গ্রহরাজের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। সেদিন নয়জনমাত্র মন্ত্রী শপথ লইয়াছিলেন। কংগ্রেস দলের মনোনীত ছয়জন অনুপস্থিত রহিলেন। শপথগ্রহণের প্রথম দিনটিতেই নয়া জমানায় সংহতির অভাব পরিষ্কার হইয়া উঠিল। কংগ্রেস দলে ক্ষোভের সঞ্চার, যেন বিদ্রোহের সুর শুনিতে পাওয়া গেল। প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে এক নূতন সমস্যা দেখা দিল। জনতা (এস) দল এককভাবে ত শাসক দল নহে। ফলে কংগ্রেস দলে ভাঙন দেখা দিলে মুস্কিল। প্রত্যেকেই ভাবিতে লাগিলেন 'আবার কি হয়'।

কেন না, সাম্প্রতিক কালের অস্থির রাজনীতিতে কে কোন্ দলের এবং কে কোথায় যে ভিড়িবেন—নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। জনতা দল এই ভাবেই ভাঙ্গিয়াছে। কংগ্রেস দলও যে কোন সময় আবার দ্বিধা-ত্রিধা হইতে পারে এবং দলত্যাগীর যত্র তত্র প্রবেশ করিতে পারে। প্রাথমিক পরিস্থিতির ডামাডোলে কংগ্রেস (ই) দল পরিস্থিতির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছিল এবং বরাবর রাখিবে ও আপন সুযোগ পুরাপুরিভাবে গ্রহণ করিবে। জনগণের দৃষ্টির অন্তরালে শর্তাধীন বা নিঃশর্ত সমর্থন যাহাই জনতা (এস) দল পাইয়া মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ লাভ করিয়াছে; তাহা যে শুভ নয়, একথা অনেকেই মনে করেন।

আমাদের এই প্রবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত দেখা গেল, 'জনতা (এস)'—জনতা (শিশু) দল প্রথম দিনের টালমাটাল অবস্থা কাটাইয়া উঠিল। কংগ্রেস দলের বৈঠকে বিরোধমীমাংসা হইয়া গেল। নূতনভাবে কংগ্রেস মন্ত্রীদের নাম ঘোষিত হইল। গ্রহরাজের বারটিতে প্রতিকূলতা দেখা গিয়াছিল, তাহা উপস্থিত কাটিয়া গেল।

কাটিলেও কি নিশ্চিন্ত থাকিবার অবকাশ ঘটিয়াছে? আমরা তাহা মনে করিতে পারিতেছি না। কারণ বর্তমান কেন্দ্রীয় রাজনীতি হইতেছে প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতালোলুপতা-কেন্দ্রিক। ক্ষমতালাভের লড়াইকে টিকাইয়া রাখিবার সার্বিক প্রয়াস। সেখানে নীতি বলিয়া কিছু নাই। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন', না, 'শরীর পাতন নয়, দলের পতন'—তাহাতেও পিছপা হইলে চলিবে না। কাজেই হয়ত জনতা (এস) দলের জন্মলগ্নটি ছিল অশুভ এবং তদীয় নেতৃবর্গ যদি মনে করিতে আরম্ভ করেন যে, এত তড়িঘড়ি জনতা দলকে না ভাঙাই সমীচীন ছিল, তাহাতেও বিস্ময়ের কিছু রহিবে না। এইজন্যই প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রীমোরারজি দেশাই পুরা কর্মকালের জন্য কাজ করিতে পান নাই। তাঁহার কার্যকালের অনেকখানি সময় ব্যয়িত হইয়াছে তাঁহার মন্ত্রিসভায় অবনিবনা ও প্রভুত্ব লাভের ঠাণ্ডা লড়াইয়ের মোকাবিলায়। নয়া জমানার সামস্থায়ক মন্ত্রিসভা—যদিচ কাহারও কাহারও মনে সংখ্যা-লঘু সরকার—নূতন শপথবাণীতে জনগণের দুঃখদুর্দশা মোচনের এবং দেশের উন্নয়নে সার্বিক আত্মনিয়োগের কথা বলিয়াছেন। নূতন প্রধান মন্ত্রীও কাজ করিতে গিয়া যদি পদে পদে একই প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন, তবে সে ঘোষণাও ইথার তরঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। সঙ্কট ঘনীভূত হইবে। প্রমাণিত হইবে—পৃথিবীর বৃহত্তম এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দলতন্ত্র ও ক্ষমতাতন্ত্র সব কিছুর উর্দ্ধে; দেশ, জাতি প্রভৃতি ফাঁকা বুলি মাত্র। পৃথিবীর তাবৎ স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির কাছে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কীর্তিকলাপ কিভাবে দেখা দিতেছে, এবং কি অপরিসীম লজ্জা লাগিতেছে, তাহা বুঝিবার ও বুঝাইবার কেহ আছে কি?

একালের কালিদাস

অরঙ্গাবাদ, ৩১ জুলাই গতকাল সুতী থানার লক্ষীপুর গ্রামের আশুতোষ মণ্ডল বেঘোরে প্রাণ দিয়েছে। কয়েকদিন ধরে অনাহারে থেকে ওই দিন সে একটি গাছে ওঠে এবং যে ডালে বসে, সেই ডালটি কাটতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে ডালসমেত মাটিতে পড়ে তার মৃত্যু ঘটে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

পুরসভার নিয়োগ-নীতি

১৮ জুলাই ১৯৭৯ তারিখের জঙ্গিপুর সংবাদের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'সি পি এমের চাপে পুরসভায় সরকারী নিয়োগ বানচাল' শীর্ষক খবর পড়ে বিস্মিত হলাম। জঙ্গিপুর পুরসভার জন্য প্রধান করণিক এবং প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ ব্যাপারে স্থানীয় সি পি এম পুর কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করেছেন এবং সে কারণেই পুরসভা সরকারী নিয়োগনীতি মেনে চলতে সক্ষম হচ্ছেন না—এ সমস্তই কল্পনাপ্রসূত এবং পুর কর্তৃপক্ষের কাছে সম্পূর্ণ অসত্য। জানি না কোন্ কমিশনার মহাশয় এ কথা আপনাদেরকে বলেছেন। কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। উক্ত বিষয়ে সি পি এম এর সিদ্ধান্ত গৃহীত না হ'লে তাঁরা সরকারী অনুমোদন আটকে দেবেন, এটাও কর্তৃপক্ষের জানা নাই। সি পি এম এর হুমকি পুর কর্তৃপক্ষ শুনবেন কেন? পুর প্রশাসন অত্যন্ত স্বচ্ছ। প্রধান করণিক ও প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগে পুরসভার ভূমিকায় কোন রহস্যজনক ব্যাপার নাই। প্রধান করণিক পদের জন্য দরখাস্ত আহ্বান, দরখাস্তকারীদের নিয়ে এবং কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র হতে প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিয়ে লিখিত পরীক্ষা করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্যও প্যানেল তৈরীর ব্যাপারে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। ইত্যবসরে ফরাক্কা কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র হতে চিঠি পাওয়া যায় যে বাহির হতে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে এবং সে পদ্ধতিতে পঃ বঃ সরকারের চীফ সেক্রেটারীর আদেশ অমান্য করা হয়েছে। প্রধান করণিক এবং প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ উভয় ক্ষেত্রেই তাঁদের কথামত আমাদের পদ্ধতি চীফ সেক্রেটারীর আদেশ অমান্য হওয়ায় আমরা তাঁদের জানাই, 'বেশ, আপনারা তাহলে কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র থেকে নিয়মমাফিক নাম পাঠান।' কিন্তু তাঁরা ২১ দিন সময় চেয়েও প্রধান করণিকের পদের জন্য নূতন করে এখনও নাম পাঠাতে পারেননি। শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ৫০ জনের নাম তাঁরা পাঠান। কোন রকম উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা নাম আনাইনি, তবে যদি কোন প্রার্থী বিশেষ তদবির করে কর্ম নিয়োগ কেন্দ্র থেকে তাঁর নাম পাঠাবার ব্যবস্থা করে থাকেন, তাতে আমরা নাচার। বিমান হাজরা নামে স্থানীয় এক যুবক যিনিও একজন প্রধান করণিক পদপ্রার্থী, আপনাদের উল্লিখিত সারকুলারটি আমাকে দেখান কিন্তু তা এমন তাৎপর্য্যপূর্ণ কিছু নয় সে হেতু আমরা কোন বে-আইনী কাজ করিনি বা করছি না। আপনার 'শেষ খবর' এবং আমাদের 'শেষ কথা' এই যে, 'পুরমন্ত্রী যাতে এ ব্যাপারে মাথা গলাতে না পারেন তার জন্য সংশ্লিষ্ট পদগুলিতে আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যেই নাকি নিয়োগ সম্পন্ন করা হবে'—কথাগুলি উদ্ভট এবং একান্তই গুজব। কেন না এ রকম কোন সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়নি। —ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়, পুরপতি, জঙ্গিপুর পুরসভা।

সংবাদদাতার বক্তব্য: সংবাদটি কয়েকজন যুবক এবং জনৈক কমিশনারের অভিযোগ ও সংগৃহীত বিস্তৃত বিবরণে প্রকাশিত। গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে সংশ্লিষ্টদের নাম অপ্রকাশিত রয়েছে। সংবাদটির আংশিক সত্যতা পুরপতির চিঠিতেই স্বীকৃত হয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়, প্রকৃত তদন্তে সত্যের উদঘাটন। একটি সারকুলার প্রাপ্তির কথা পুরপতি স্বীকার করেছেন। দুঃখের বিষয় সারকুলারটির সঙ্গে জঙ্গিপুরের কয়েকশো বেকারের সামগ্রিক স্বার্থ জড়িত থাকা সত্ত্বেও পুরপতি তারমধ্যে কোন তাৎপর্য্য খুঁজে পাননি। কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের টানাপোড়েনে প্রার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। পুরসভার অজ্ঞ খেয়ালীপনায় এবং কমিশনারদের সভাগুলিতে 'যখন যেমন তখন তেমন' সিদ্ধান্তে তাঁরা স্বভাবতই ক্ষুব্ধ।

বিদেশী কাপড় আটক

ধুলিয়ান, ৩১ জুলাই—ধুলিয়ান কাস্টমস গত মঙ্গলবার ফরাক্কায় কলকাতা—রায়গঞ্জ বাসে তল্লাসি চালিয়ে কোরিয়াও তৈরী দশ হাজার টাকার প্যান্টের কাপড় আটক করেছে। কোন দাবিদার পাওয়া যায়নি।

বাঙালী ছাত্রীর কৃতিত্ব

রঘুনাথগঞ্জ থানার বৈদ্য নিবাসী কমলাপতি চক্রবর্তীর পুত্র ডঃ বীরেশ্বর চক্রবর্তীর কন্যা সুজাতা চক্রবর্তী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এ্যাডভানস প্লেসমেনট পরীক্ষায় ইংরাজী ভাষায় পুরো নম্বর পেয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। —প্রাপ্ত

ভাগীরথীতে ভাঙন

রঘুনাথগঞ্জ, ১ আগষ্ট—রঘুনাথগঞ্জ শ্মশানঘাটের কাছ থেকে দফরপুর পর্যন্ত প্রায় তিন মাইল এলাকা জুড়ে ভাগীরথী নদীতে ব্যাপক ভাঙন শুরু হয়েছে। ফলে বহু জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। অবিলম্বে প্রতিরোধের ব্যবস্থা না হলে বহু লোক গৃহহারা হয়ে পড়বেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

খেলার খবর

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে এ বছর মহকুমায় অঞ্চলভিত্তিক দুটি ফুটবল লীগ অনুষ্ঠিত হবে। সাগরদীঘি ব্লকের সুবিধার জন্য সাগরদীঘিতে একটি এবং মহকুমা শহর রঘুনাথগঞ্জে একটি। আগষ্টে এই লীগ শুরু হবে।

ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির : নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে সাগরদীঘি হাই স্কুল মাঠে ৩০ জুলাই থেকে ২২ দিনের জন্য ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রশিক্ষকের দায়িত্বে রয়েছেন বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য।

বাজার সংস্কারের দাবি

জঙ্গিপুর, ১ আগষ্ট—জঙ্গিপুর শহরের দৈনিক বাজারের সংস্কার আশু প্রয়োজন। বর্ষায় কর্দমাক্ত বাজারে চলা দায়। মাছের বাজারের রাস্তা বড়ই বিপজ্জনক। এ দাবি নাগরিকদের।

রিকসা চালকদের লোভ

রঘুনাথগঞ্জ, ১ আগষ্ট—কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, শহরের এক শ্রেণীর রিকসা চালক এক রকম জুলুম করে যাত্রীদের কাছ থেকে বেশী ভাড়া আদায় করছেন। পুর কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যাত্রীসাধারণ অনুরোধ করছেন।

সকলের প্রিয় এবং
বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর
শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা
মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর—ফরাক্কা ও
বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
বেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের
জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

ফরাক্কার ফলাফল

ফরাক্কা ব্যারেজ, ১ আগষ্ট—এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফরাক্কা ব্যারেজ প্রোজেকট এইচ এস স্কুলের ৬১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১২ জন প্রথম বিভাগে (এদের মধ্যে ৫ জন ষ্টার মারক), ২৭ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ১৬ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। ফেল করেছে মাত্র ১ জন। সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে পার্থপ্রতিম ঘোষ—৭৯৩, তার পরেই কল্লোল মজুমদার—৭৯১। প্রধান শিক্ষক অমলকান্তি ঘোষ এ খবর দিয়েছেন।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

কো-অরডিনেশন কমিটির ব্লকস্তরে সহযোগিতা কেন্দ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রশাসনকে জনমুখী, সুস্থ ও গতিশীল করার লক্ষ্যে সরকারী অফিসে এসে জনগণের হয়রানি লাঘবের উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ জেলায় ব্লকস্তরে কো-অরডিনেশন কমিটির সহযোগিতা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। জঙ্গিপুর মহকুমায় এখন পর্যন্ত সামসেরগঞ্জ, সুতী—২, সাগরদীঘি ও রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক চারটি সহযোগিতা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। রবিবার বা ছুটির দিন বাদে প্রতিদিন বেলা ১১টা থকে ২টা পর্যন্ত জনগণ কেন্দ্রগুলিতে এসে তাঁদের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ লিপিবদ্ধ করলে সেগুলির প্রতিকারে সাধ্যমত প্রয়াস গ্রহণ করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

চিঠি বিলিতে অনিশ্চয়তা

জঙ্গিপুর, ১ আগষ্ট—জঙ্গিপুর ডাকঘরে এখনও অনিয়মিত ডাক আসছে এবং চিঠি বিলিতে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে বলে খবর। প্রকাশ, আগের দিনের চিঠি পরের দিন বিলি হচ্ছে। কয়েকদিন থেকে ডাকঘরে ডাকহরকরা নাই। তই পোষ্টমাষ্টার অথবা ক্লারককে চিঠি শরট করতে দেখা যাচ্ছে। কখনও কখনও অস্থায়ী পদে আসীন কর্মীকে চিঠি বিলি করতে দেখা যাচ্ছে।

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

মাছের চাষ

মাছের ভালো ফলনের জন্য আগষ্ট মাসে কি করতে হবে

১) একই আঁতুড় পুকুর থেকে সব ধানি/চারাপোনা তুলে আবার বিঘা প্রতি ২০ কেজি কলিচুন ও ৫০০।৬০০ কেজি কাঁচা গোবর জলে গুলে পুকুরে ছড়িয়ে তিন দিন পরে ২।৩ লাখ ডিমপোনা ছাড়ুন।

২) ডিমপোনা ছাড়ার ২৪ ঘণ্টা আগে তেল সাবান বা কেরোসিন তেল, (বিঘা প্রতি জলে ২৮ লিটার) অবশ্যই দেবেন।

৩) পালন পুকুরে ধানিপোনা ৩" হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুলে সংরক্ষণ পুকুরে ফেলুন। মাছের বাড় অব্যাহত রাখতে নিয়মিত সার প্রয়োগ ও পরিপূরক খাদ্য দিন। মাসে অন্ততঃ একবার জাল টানুন এবং তিন মাস অন্তর বিঘা প্রতি জলে ৩০।৪০ কেজি কলিচুন দেবেন।

এখন বর্ষা শুরু হয়েছে আশাকরি মাছ চাষী ভাইয়েরা ডিমপোনা চাষ ও মাছ চাষের কাজে তাদের পুকুরগুলি ভালোভাবে কাজে লাগিয়েছেন। মাছ চাষ খুবই লাভজনক, কাজেই পুকুর ফেলে না রেখে উন্নত প্রথায় মাছ চাষ করে জাতীয় উৎপাদন বাড়ান এবং সঙ্গে নিজের আয়ও বাড়ান। খানা-ডোবাগুলিকেও অবহেলা করবেন না। এগুলিতেও ডিমপোনা চাষ করা যায়। কিভাবে করবেন তা গতমাসেই বলা হয়েছে।

১। একই আঁতুড় পুকুর থেকে একাধিক ফসল কিভাবে তুলতে পারেন তা আগের মাসগুলিতে বলা হয়েছে। আঁতুড় পুকুর থেকে সব ধানি/চারাপোনা তুলে আবার বিঘা প্রতি ২০ কেজি কলিচুন ও ৫০০/৬০০ কেজি কাঁচা গোবর জলে গুলে পুকুরে ছড়িয়ে দিন। তিন দিন পরে ২।৩ লাখ ডিমপোনা ছাড়ুন। ডিমপোনা ছাড়ার ২৪ ঘণ্টা আগে তেল-সাবান বা কেরোসিন তেল (বিঘা প্রতি জলে ২৮ লিটার) অবশ্যই দেবেন। ডিমপোনা আজই জোগাড় করুন।

২। পালন পুকুরে ধানিপোনা ৩" হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুলে সংরক্ষণ পুকুরে ফেলুন। পালন পুকুরে চারাপোনা না কমালে মাছের বাড় কমে যাবে।

৩। মাছের প্রণোদিত প্রজননের সময় চলে গেলেও এখনও চেষ্টা করতে পারেন। সাহায্যের জন্যে স্থানীয় মৎস্য বিভাগীয় অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

৪। নিবিড় মিশ্র চাষের উপযোগী পুকুর আশাকরি—তৈরী করেছেন। এবার উন্নত ধরনের ৩"—৪" মাপের চারাপোনা বিঘা প্রতি জলে ১০০ কাতলা, ২০০ সিলভার কার্প, ৩০০ রুই, ১৫০ মৃগেল, ১৫০ সাইপ্রিনাস ও ১০০ গ্রাস কার্প ছাড়ুন।

৫। সিলভার কার্প ও গ্রাস কার্পের চারাপোনার জন্যে আজই মৎস্য বিভাগীয় অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

৬। মাছের বাড় অব্যাহত রাখতে নিয়মিত সার প্রয়োগ ও পরিপূরক খাদ্য দিন। মাসে অন্ততঃ একবার জাল টানুন এবং তিন মাস অন্তর বিঘা প্রতি জলে ৩০।৪০ কেজি কলিচুন দিন।

মাছ চাষের বিশদ তথ্যের জন্য স্থানীয় মৎস্য বিভাগীয় অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত
জেলা তথ্য অফিস মুর্শিদাবাদ

সংগ্রামের জোয়ার এসেছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আন্দোলনের অনুরোধ জানান। এম এল এ জানান, বি এস এফ ফরাক্কায় সি আই এস এফ এর কাছ হতে চারজ বুঝে নিয়েছে। ফরাক্কা সি আই এস এফ-এর ধৃত নেতা স্বর্ণ সিংকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। তিনি জানান, ধুলিয়ানে বিড়ি শ্রমিকদের জন্য ৫০ শয্যাবিশিষ্ট টিবি হাসপাতাল স্থাপন করা হবে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম কল্যাণ দপ্তরের অর্থানুকূল্যে। এর জন্য তারাপুর কোম্পানীতে ২০ একর জমি পাওয়া গিয়েছে। বর্ষার পর কাজ শুরু হবে। তিনি আরো জানান, ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে লোক নিয়োগের জন্য এ্যাডভাইসারী বোরড গঠন করা হবে। দুর্গাপুর ও কল্যাণীর মত রাজ্য সরকার ফরাক্কাকে শিল্প-নগরী হিসেবে গড়ে তুলবেন। নিম্ন ফরাক্কা প্রকল্প রূপায়ণে ফরাক্কা থেকে জলঙ্গী পর্যন্ত ভাঙন প্রতিরোধের জন্য ২০০ কোটি টাকা খরচ হবে। এবার রাজ্য সরকার ভাঙন প্রতিরোধে দেড় কোটি টাকা খরচ করছেন। এতদিনে ফরাক্কার গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে।

সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের সুযোগ

আগামী ১২ই আগষ্ট হইতে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে বিকাল ৩টা হইতে ক্লাসিক, রবীন্দ্রসঙ্গীত, তবলা ও গীটার শিক্ষার ক্লাস শুরু হইতেছে। ছাত্রছাত্রী ভর্তি চলিতেছে। যোগাযোগ করুন :— শ্রীসত্যগোপাল দাস, অধ্যক্ষ ও সম্পাদক, সুরঝংকার মিউজিক কলেজ, সঙ্গীত শিক্ষক, ফতুল্লাপুর উচ্চ বিদ্যালয়।

বন্যাত্রাণে দলবাজি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সিদ্ধান্ত কার্যকর না করে কেবলমাত্র সি পি এম বিরোধী হওয়ার জন্য বন্যায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত মহেশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতকে এখন পর্যন্ত এই অনুদান দেওয়া হয়নি।

দলত্যাগ : ধুলিয়ান থেকে জঙ্গিপুর সংবাদ প্রতিনিধি জানাচ্ছেন, সামসের-গঞ্জ ব্লকের বোগদাদনগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আক্রাম আলি ও দু'জন পঞ্চায়েত সদস্য—নজরুল ইসলাম ও জইদুর রহমান এবং চাচণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েত উপ-প্রধান রবীন্দ্রনাথ দাস এক বিবৃতি মারফৎ 'জঘন্য দলবাজি ও দুনীতির প্রতিবাদস্বরূপ' সি পি এম দল ছেড়ে আর এস পির গণ-সংগঠন সংযুক্ত কিষাণসভায় যোগদান করেছেন।

কেন্দ্রীয় হারে বেতন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চালু হওয়ার পর থেকে এতদিন তাঁদের রাজ্য সরকারী হারে বেতন ও ভাতা দেওয়া হত। যৌথ সংগ্রাম কমিটি তার প্রতিবাদে আন্দোলন সংগঠিত করেন এবং কেন্দ্রীয় হারে বেতন ও ভাতা দাবি করেন। ১৯৭৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার একটি কমিটি নিয়োগ করেন এবং সেই কমিটির রিপোরটের ভিত্তিতে যৌথ সংগ্রাম কমিটির দাবি মেনে নেন। এদিকে নিয়োগের সময় থেকে কেন্দ্রীয় হারে বেতন ও ভাতা কার্যকর করার জন্য হাই কোরটে যে মামলা রুজু করা হয়েছিল, আগামী কাল তার শুনানী আছে বলে জানানো হয়েছে।

বয়কট আন্দোলন প্রত্যাহৃত : প্রোজেকট এ্যালাউনস্ কেটে নেওয়ার প্রতিবাদে যৌথ সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পে যে বয়কট আন্দোলন চলছিল, জুলাই মাস থেকে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

রেলে রিজারভেশন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

টিকিট কেটেও তাঁদেরকে মেঝেয় বসে যেতে বাধ্য হতে হয়েছে। অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ায় জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন কর্তৃপক্ষ প্রথমে শুধুমাত্র যাত্রীর নাম খাতায় লিখে রাখছেন। ট্রেন আসার এক ঘণ্টা আগে নিউ ফরাক্কা জংসন ষ্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করে কোচ আছে কিনা জেনে নিয়ে তবেই রিজারভেশন টিকিট দিচ্ছেন। এর ফলে হয়রানি হয়তো কমছে, কিন্তু অনিশ্চয়তা দূর হচ্ছে না।

প্রেতপুরী কলেজ হোষ্টেল

জঙ্গিপুর, ১ আগষ্ট—একদা প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরপুর জঙ্গিপুর ১নং কলেজ হোষ্টেল বর্তমানে প্রেতপুরীতে রূপান্তরিত হয়েছে। কলেজের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যাও হাজার থেকে নেমে সাড়ে তিনশোতে দাঁড়িয়েছে। অধিকাংশ অধ্যাপকই বাসা ভাড়া করে থাকেন। হোষ্টেলে থাকেন মাত্র দু'একজন অধ্যাপক এবং কয়েকজন ছাত্র। কলেজ কর্তৃপক্ষকে এই হোষ্টেলের জন্য মোটা অঙ্কের কর বইতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুর্শিদাবাদ জেলার কৃষি আয়কর সংক্রান্ত কার্য্যাদি

কৃষি আয়কর আধিকারিক, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, এই মর্মে বিজ্ঞাপিত করছেন যে, মুর্শিদাবাদ জেলার কৃষি আয়কর সংক্রান্ত সমস্ত কাজ, যা এতদিন কৃষ্ণনগরের কৃষি আয়কর অফিস থেকে করা হচ্ছিল, তা এখন থেকে বহরমপুর ষ্টেশন রোড কৃষি আয়কর অফিস থেকে করা হবে।

মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য অফিস

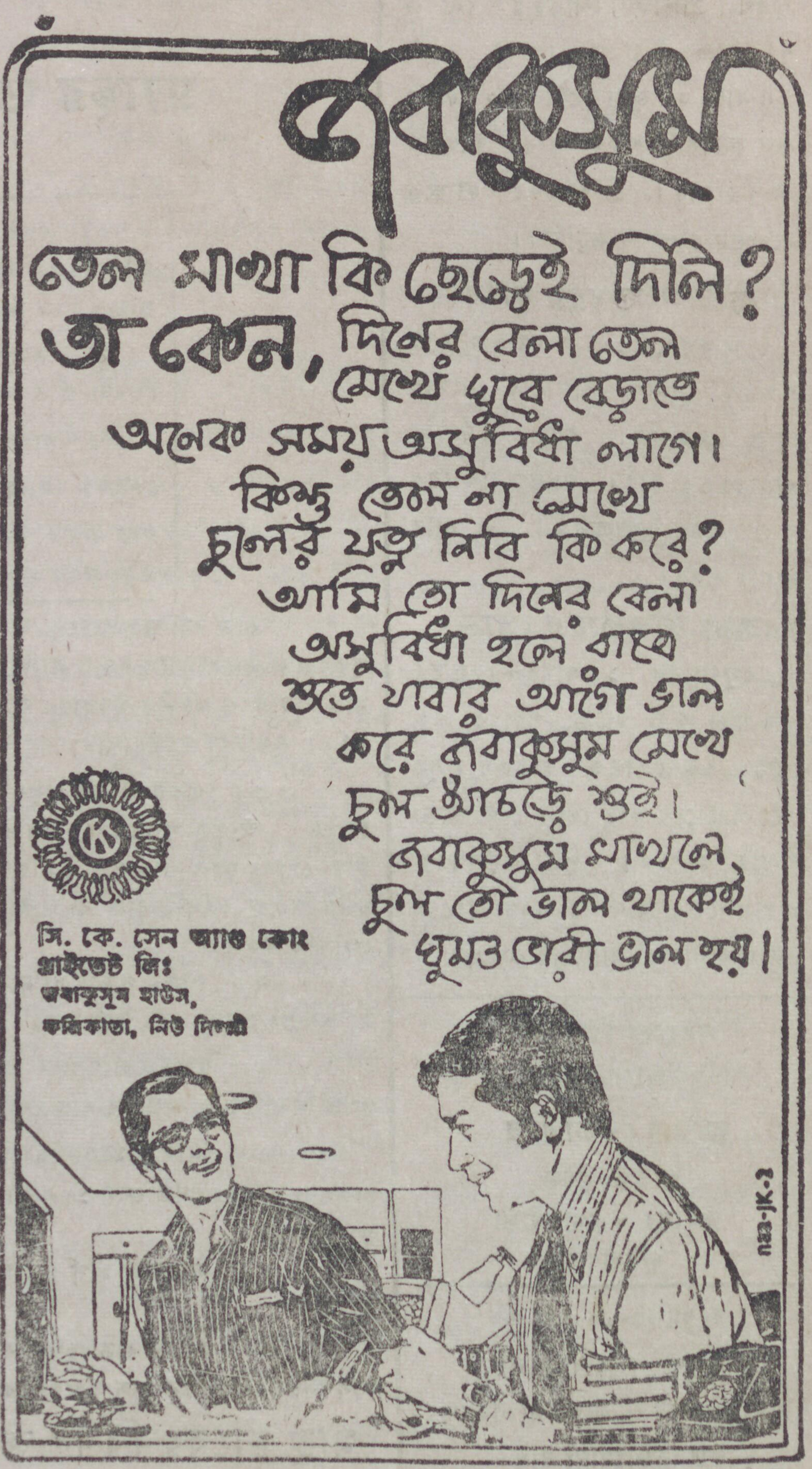

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Tender Notice No. 7 of 1979-1980

Executive Engineer Ganga Anti Erosion Division, P. O. Raghunathganj, Dist. Murshidabad invites sealed tenders W. B. F. No. 2911 (i) from enlisted Class—I contractor of I. & W. D. and open as per rule for the work noted below.

Name of Work . 1. Emergent precautionery measure to protect the right bank of river Ganga during flood of '79 at Dhulian reach in P. S. Samserganj, Dist. Murshidabad.

Estimated Cost : Rs. 28,649/-

Earnest Money : Rs. 716/-

Cost of Form : Total Rs. 6

Last day of application for tender form is up to 3-00 P. M. on 8. 8. 79. Tender will be received up to 3-00 P. M. on 10. 8. 79 and opened in publicly soon thereafter. Other details will be available from the office of the undersigned. No payment will be possible within four months from the date of commencement of works. It may further be delayed depending upon the availability of funds. Earnest money of the Ist three lowest tenders can not be refunded before acceptance of the tenders and execution of duplicate tender by the concerned contractor.

Works will be taken up us and when necessary. It may not at all be taken up if the situations as regards sites and fund does not permit to take up the works.

Sd/- **S. K. Dey**
Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion Division.

Tender Notice

Tender, in sealed covers, in the prescribed form, are being invited from the bonafide contractors for the new construction/addition alterations of the Jangipur High School Buildings. The estimates amounts to approximately Rs. 51,000·00 (Rupees Fifty one thousand only). The construction work should be made in accordance with the Plan and Estimate approved bythe District P. W. D. Engineer.

While submitting the tender, the following terms and conditions must be followed by the Tenderers. Now fulfilment of any one of the conditions will make the Tender liable to rejection.

Conditions

i) Tenderer will have to deposit security money @ Rs. 2% of the total amount which is refundable.

ii) The rates should be written legibly both in figures and in words. Any eraser, over-writing of anomaly will disqualify the tender.

iii) The Tenderers will have to furnish the Income Tax, Sale-Tax clearance certificates of current validity.

iv) Acceptance of Tender rates with the undersigned who does not bind himself to accept the lowest Tender, and also reserves the right to cancel any or all the Tenders without assigning any reasons thereof.

v) The Tenderers must furnish declarations along with the Tender to the School-Office that the Tender is submitted on perusal and appreciation of all the items of conditions as setforth in the Tender Notice.

Tender should reach the School-Office by the 7th August, 1979 upto 2 P. M. and will be opened and considered on the same date at 2-30 P. M. in presence of the Tenderers who may remain present in the School-Office.

The detailed information, receipt showing deposit of security money, Tender-Forms and approved Plan and Estimate may be seen in the School-Office on all working days from 11 A. M. to 2 P. M.

Administrator
Jangipur High School (with XI & XII)
P. O. Jangipur, Dist. Murshidabad

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।